ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৩৯৭০
আগরতলা, ২৫ নভেম্বর, ২০২৫

‘মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম সম্পর্ক যোজনা’ : ত্রিপুরার গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন দিগন্তের সূচনা

উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমেই রাজ্যের গ্রামীণ এলাকার সার্বিক উন্নয়নে রাজ্য সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। সেই লক্ষেই গত ২৪ নভেম্বর ২০২৫ প্রজ্ঞাভবনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা ‘মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম সম্পর্ক যোজনার উদ্বোধন করেন। যা রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তিক ও দূরবর্তী জনবসতিকে উন্নয়নের মূল স্রোতে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা (PMGSY) ও অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ রাস্তার ব্যাপক উন্নয়ন হওয়া সত্ত্বেও, এখনও অনেক ছোট ছোট জনবসতি বা পাড়া মূল পাকা রাস্তা থেকে ৫০ মিটার থেকে ১ কিলোমিটার দূরত্বে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো গ্রামীণ এলাকার অবশিষ্ট বিচ্ছিন্ন বসতিগুলোকে স্থায়ী ও সব আবহাওয়ায় চলাচলের উপযোগী (All-weather roads) রাস্তার মাধ্যমে সংযুক্ত করা। গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সংযোগ নিশ্চিত করাই এই যোজনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

‘মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম সম্পর্ক যোজনা’ বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও যাতায়াত কেবল নিরাপদ ও সুগমই হবে না, এর আর্থ-সামাজিক সুফল হবে সুদূরপ্রসারী। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসল দ্রুত বাজারে পৌঁছাতে সক্ষম হবেন। একইসঙ্গে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও অ্যাম্বুলেন্স ও জরুরি জীবনদায়ী চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। বিদ্যালয়, বাজার ও অন্যান্য সরকারি পরিষেবার ক্ষেত্রে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত হওয়ার ফলে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সহ সামগ্রিক উন্নয়নে নতুন গতি আসবে। এই যোজনার অধীনে রাজ্য সরকার আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সিমেন্ট-কংক্রিট, পেভারব্লক এবং পিচ ঢালাই বা ব্ল্যাক-টপ রাস্তা নির্মাণের মাধ্যমে রাজ্যে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার নতুন গ্রামীণ সড়ক তৈরির লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছে।

কারিগরি উৎকর্ষ এবং স্থায়িত্ব সুনিশ্চিতকরণের জন্য এই প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে কঠোর কারিগরি মানদণ্ড আরোপ করা হচ্ছে। প্রতিটি রাস্তার জন্য বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) প্রস্তুত করা হবে এবং জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) ম্যাপিং ও মাটির ভারবহন ক্ষমতা বা ক্যালিফোর্নিয়া বিয়ারিং রেশিও (সিবিআর) পরীক্ষার মতো বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। রাস্তাগুলোর জ্যামিতিক নকশা এবং গুণগতমান বজায় রাখার ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান রোডস কংগ্রেস (আইআরসি) এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে চলা হচ্ছে। পাশাপাশি রাস্তাগুলোর নকশায় পর্যাপ্ত নিকাশি ব্যবস্থা, ভূমিক্ষয় রোধ এবং স্লোপ প্রোটেকশন অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে, যা দীর্ঘস্থায়ী ও ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রাস্তাকে রক্ষা করবে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও এই প্রকল্প এক নজির স্থাপন করবে। একক কোনো তহবিলের ওপর নির্ভর না করে এমজিএনরেগা, ফিনান্স কমিশন ফান্ড, স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্স, আরআইডিএফ এবং অন্যান্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় তহবিলের সমন্বয়ে ‘কনভারজেন্স’ পদ্ধতিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যাতে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও প্রকল্পের সর্বাধিক প্রভাব নিশ্চিত হয়।

সুতরাং, এই প্রকল্প শুধু রাস্তা নির্মাণ নয়, এটি গ্রামীণ জনজীবনের মানোন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের প্রতি রাজ্য সরকারের অঙ্গীকারের এক শক্তিশালী প্রতিফলন। গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

****